সমকাল

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ৬ ...

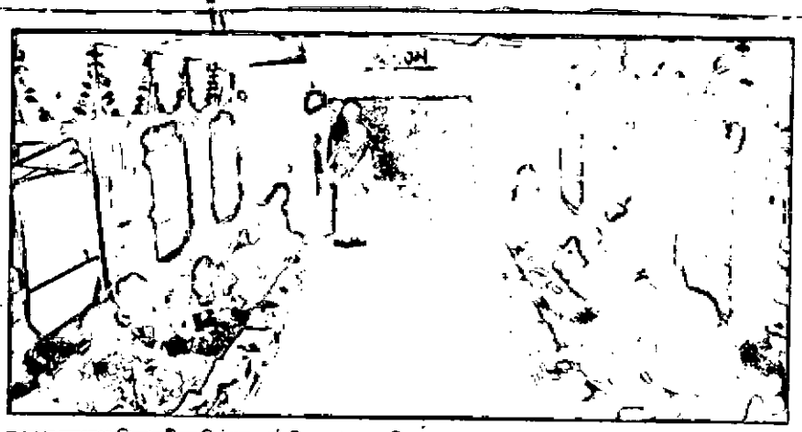

ব্র্যাকের ভাসমান শিক্ষাতরীতে শিশুদের পাঠ দিচ্ছেন রেখা রানী পাল. ■ সমকাল

ঝরে পড়ার অস্বাভাবিক হার

■ সাব্বির নেওয়াজ, *জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) থেকে ফিরে*

হাওর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

হাওরপাড়ের উপজেলা জামালগঞ্জের দুর্গম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) হার অস্বাভাবিক। বিদ্যালয়গুলোতে কাগজে-কলমে শিক্ষার্থী ভর্তির হার একেবারে কম নয়, অথচ পঞ্চম শ্রেণীতে উঠতে না উঠতেই তার ৩০ শতাংশই ঝরে যাচ্ছে। এ হিসাব পাওয়া গেছে প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় গ্রামবাসী ও কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্টার পরীক্ষা করে। জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে দেশে এখন প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার সাড়ে ২২ শতাংশ। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় এ হার ৩০ শতাংশ। যা জাতীয় হারের চেয়েও ৭ শতাংশ বেশি। শিক্ষকরা বলছেন, এ হার উদ্বেগজনক।

অবশ্য জামালগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আলম ভূইয়া সমকালের কাছে দাবি করেন, উপজেলায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। কারণ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত (এনজিও) বিদ্যালয়গুলোতেও বহু শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করছে এবং প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাতেও তারা অংশ নিচ্ছে। তবে শিক্ষক, শিক্ষা, শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সবাই একবাক্যে ঝরে পড়ার অস্বাভাবিক হারের জন্য দারিদ্র্যকেই দায়ী করেছেন।

রহমতপুর গ্রামের বাসিন্দা ফজর আলম জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিশুই নিজ পরিবারের সঙ্গে শ্রমঘনিষ্ঠ কাজে জড়িত। তারা কৃষিকাজ ও মাছ ধরায় বাবা-মাকে সহায়তা করে। ধান কাটার সময় হলে শিশুরা তাতেও অংশ নেয়। তখন তারা বিদ্যালয়ে আসে না। স্থানীয়রা জানান, জামালগঞ্জ উপজেলায় হাওরগুলোতে বছরের ৬ মাস পানি থাকে। বাকিটা শুষ্ক মৌসুম। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে ধান কাটা শুরু হয়। এরপর মাড়াই চলে। এই সময় প্রায় এক মাস টানা বিদ্যালয়গুলো অলিখিতভাবে বন্ধ থাকে। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

ঝরে পড়ার অস্বাভাবিক হার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বোরো ধানই বছরজুড়ে ভাটি অঞ্চলের একমাত্র ফসল। ভাটি লালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, সারাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন ছুটি দেওয়া হয়। অথচ হাওরাঞ্চলে গ্রীষ্মের ছুটি জুন মাসে না দিয়ে এপ্রিল মাসে দিলেই কার্যকর হতো বেশি। তিনি এ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে, বেহেলি, জামালগঞ্জ, ফেনারবাগ, সাচনা বাজার ও ভীমখালি– এই ৫টি ইউনিয়নে ২৮৫টি গ্রাম রয়েছে। পুরো উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৬টি। এর মধ্যে বেশিরভাগই দুর্গম স্থানে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া যাতায়াতের আর কোনো বিকল্প নেই। উপজেলায় বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক' পরিচালিত বিদ্যালয় রয়েছে ১৫২টি। এগুলো সব এক শিক্ষকের স্কুল। ব্র্যাকের জামালগঞ্জ উপজেলার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নরোত্তম বিশ্বাস সমকালকে জানান, ব্র্যাক পরিচালিত ১৫২ বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা শিশুদের বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে এসব বিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৫৬০ ছাত্রছাত্রী পাঠ গ্রহণ করছে। এসব বিদ্যালয়ের কেউ ঝরে পড়ছে না।

স্থানীয় সাংবাদিক আকবর হোসেন জানান, উপজেলায় শিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম আরেকটি কারণ প্রশাসনের নজরদারি কম। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তারা অনেক সময় বিদ্যালয়ে সরেজমিনে না গিয়েই প্রধান শিক্ষককে ডেকে এনে পরিদর্শন খাতা আনিয়ে তাতে মন্তব্য লিখে সই করেন। প্রকৃত পরিদর্শন ও মনিটরিং নিয়মিত চালু থাকলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়াশোনায় অভ্যস্ত থাকত। বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেননি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আলম ভূইয়া। তবে তিনি বলেন, আগে এরকম হয়ে থাকলেও থাকতে পারে, এখন বিদ্যালয়ে গিয়েই পরিদর্শন করা হয়। জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এস এম শফি কামাল বলেন, এমন অভিযোগ তিনিও শুনেছেন। কোনো কর্মকর্তা অফিসে বসে পরিদর্শন খাতায় সই করছেন মর্মে হাতেনাতে ধরা পড়লে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্র্যাকের ভাসমান শিক্ষাতরী : জামালগঞ্জের হাওর অধ্যুষিত দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানে ব্র্যাকের রয়েছে বেশ কয়েকটি ভাসমান শিক্ষাতরী। গত ১২ আগস্ট বেহেলি ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া ২৮ শিশু একটি তরীতে বসে পাঠ গ্রহণ করছে। শিক্ষক রেখা রানী পাল তাদের পড়াচ্ছেন। তিনি জানান, নির্দিষ্ট ৫টি স্থান থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের তরীতে উঠিয়ে নিয়ে আসে মাঝি। এরপর হাওরের অপেক্ষাকৃত নির্জন-নিরিবিলি স্থানে শিক্ষার্থীরা দিনভর পাঠ গ্রহণ করে। তাদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তরীতে থেকে পড়াশোনা করতে হয়। স্থানীয়রা জানান, রহমতপুর একটি নতুন গ্রাম। আগে এখানে কোনো বসতি ছিল না। চারপাশ হাওরে ঘিরে থাকা এ গ্রামে এখনও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তাই অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের স্বাচ্ছন্দ্যেই ব্র্যাকের শিক্ষাতরীতে পাঠ গ্রহণের জন্য পাঠাচ্ছেন।